নীরবে গেয়ে গেলেন মান্না দে

কর্ণফুলী প্রতিবেদন

সিডনী'র একটি ভারতীয় সংগঠনের আমন্ত্রনে বাংলা গানের কিংবদন্তী ও কণ্ঠরাজ মান্না দে সেদিন সাঁঝে সিডনীতে অতি নীরবে গেয়ে গেলেন সহস্র শ্রোতার সামনে। নিউ জিয়াল্যান্ডের ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে গেয়ে ফেরার পথে তিনি সিডনীতে একবেলা গাইতে নামলেন। এবারের আয়োজকরা ছিলেন ভারতীয় অবাঙালীরা। তাই ভারতীয় প্রেস বা বেতার মিডিয়াগুলো তার আগমনের প্রচারে সোচ্চার থাকলেও তিনি কখন আসবেন, কোথায় গাইবেন, সিডনীর প্রায় বাংলা মিডিয়াগুলো এ বিষয়ে ছিল অজ্ঞাত। তাছাড়া আয়োজকরাও সম্ভবত চাননি বাংলাভাষীরা তার আগমন বিষয়ে কিছু অবগত হোক, কারণ তিনি 'শুধুমাত্র' হিন্দীতে গাইবার জন্যেই আসবেন। আর হয়েছেও তাই, সিডনীর পাহাড়ী আবাসিক অঞ্চলের বিখ্যাত ফাংশান হল 'হিল সেন্টারে' গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৮টা থেকে মাঝের আধঘন্টা বিরতী ছাড়া টানা ১০.২০টা পর্যন্ত মান্না দে গেয়েছিলেন তার গাওয়া বিখ্যাত অনেকগুলো হিন্দি গান। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তুর দশকের হিন্দী সিনেমার প্লেব্যাক সিংগার হিসেবে বোম্বে চিত্রজগতে মান্নাদের ব্যাপক সুখ্যাতি ছিল। রাজকাপুর, রাজেশ খান্না ও সুনীল দত্ত সহ নামকরা বহুশিল্পীরা ঠোঁঠ নেড়েছিলেন তার গাওয়া অনেক বিখ্যাত গানে। সে গানগুলোর কিছু তিনি সেরাতে হিল-সেন্টারে গেয়ে মধ্যবয়সী সকল শ্রোতাদের স্মৃতির ভুবনে এক পাক ঘুরিয়ে এনেছিলেন। পাগড়ী ও জটাধারী বহু শিখ দম্পতিকে মাথা নেড়ে 'বাহ বাহ, ক্যায়া মশহুর গানা হ্যায়,' বলে আছড়ে পড়া স্মৃতির ঢেউয়ে ক্ষনে ক্ষনে দুলে উঠতে দেখা গিয়েছিল। চারস্তর বিশিষ্ঠ বিশাল হলে দু'কম কুড়ি শতক আসনের প্রায় ষাট ভাগ আসন পূর্ণ হয়েছিল মান্না-প্রিয় শ্রোতাতে। মান্নাদে গত ২০০১ সনের মধ্যভাগে বাংলাদেশ পুজা এসোসিয়েশনের আমন্ত্রনে ঠিক একই হলে

সিডনীতে যখন গাইতে এসেছিলেন তখনকার স্বতস্ফুর্ত শ্রোতার উপস্থিতি ছিল অনেক বেশী। প্রচারনার স্বল্পতার কারনে তেমন বাংলাদেশী বা বাংলাভাষীর সমাগম এবার দেখা যায়নি, যার ফলে গান চলাকালীন 'বাংলাতে একটা গান' বলে কোন অনুরোধ বিশাল হল থেকে আসেনি। তবুও তিনি দুটি গান বাংলাতে মুখস্ত গাইতে চেষ্টা করেছিলেন সেরাতে। তার কালজয়ী গান 'ললিতাগো, ওকে আজ চলে যেতে - -' প্রস্তুতি ছাড়া গাইতে গিয়ে স্মৃতিভ্রষ্ঠ নুড়ী পাথরে কয়েকবার তিনি হোঁচট

খেয়েছিলেন। হারমোনিয়ামের রীড়ে অঙ্গুলি সঞ্চালনের ফাঁকে বেশ কয়েকবার মুখ ঘুরিয়ে পাশে বসা তবলচী থেকে ভুলে যাওয়া লাইনগুলো ধরিয়ে দিতে বললেন। তিনি মূলত সর্বাত্মকভাবে হিন্দীতে গান গাইতেই এবার এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে তিনি নিজেই তাঁর বিবেকবোধের তাড়নায় উপস্থিত অবাঙালী শ্রোতা ও আয়োজকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আরেকটি বাংলা গান গাইলে, 'তুমি নিজের মুখেই বল্লে যেদিন, সবি তোমার অভিনয়।' সুরের কোন রাজনৈতিক বা ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা নেই, তাই সুরের মুর্ছনায় সেরাতে মুগ্ধ হয়ে সকল শ্রোতা শুনলেন তার পুরো অনুষ্ঠান।

দর্শকসারিতে নীলাম্বরি শাড়িতে মান্নাদে'র সহধর্মিনী

মান্নাদের সহধর্মিনীও এবার তাঁর সাথে এসেছিলেন সিডনীতে, তিনি প্রথমসারীতে দর্শকদের সাথে বসে তার সাড়ে চার কুড়ি বয়সী কিংবদন্তী গায়ক-স্বামীর গান মুগ্ধ হয়ে শুনলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করা এ মহান শিল্পীর সমকালীন প্রায় সকল কণ্ঠশিল্পীরা আজ বিগত হয়ে গেছেন। কণ্ঠে বয়সের আঁচড় পড়লেও তিনি আজো সমান গতিতে গাইছেন দেখে অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছেন। রাগ বিলাবল, ভাঁইরো বা মালকোষ সকল সুরের গান অবলীলায় গেয়ে তিনি আজো শ্রোতা মুগ্ধ করছেন। অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে সাজানো বিশাল মঞ্চে তাঁর সাথে আসা পাঁচ যন্ত্রিকে নিয়ে সে সাঁঝে একের পর এক ক্লান্তিহীনভাবে গেয়ে গেছেন তিনি। সময় ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারনে কণ্ঠে শুষ্কতা তাকে কিছুটা বিরক্ত করেছিল বটে, কিন্তু গান নয়, সহস্র শ্রোতারা শুধু এক নজর দেখার জন্যেই গিয়েছিলেন ভারতীয় এই কণ্ঠরাজের অনুষ্ঠানে। আগামীতে হয়তবা প্রবাসের মাটিতে তাঁকে গান গাইতে আর কখনো দেখা নাও যেতে পারে ভেবে ছুটে এসেছিল অনেক গুনমুগ্ধ তাঁর শ্রোতারা।

দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রোতারা শুনছেন মান্নাদে'র গান